কর্ম্ম-ণ্যবাধিকারা-স্ত .....

ড: সুপ্রিয় চক্রবর্ত্তী[১৬]

অবতরণিকা

কর্মজগ-তর সামগ্রিক অবক্ষ-য়র সাক্ষী আর অংশীদার হ-য় দিন কাট-ছ। এই আচরণ -কান অনিশ্চিত ভবিষ্যৎএর ঈঙ্গিতবহ তা অজানা হলেও সংশয়তমসাচ্ছন্ন মন। কর্ম কি, -কমন, কিভা-ব এই বিষ-য় বিশ্ববন্দিত বাণীসমূ-হর দি-ক ফি-র তাকা-নার তাগিদ -সখান -থ-কই।

সূচনা

কুরুক্ষেত্রে সমর প্রতিপক্ষ হিসাবে আত্মজনদের দেখে বিমূঢ় অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে কথিত ' কর্ম্ম-ণ্যবাধিকারা-স্ত মা ফ-লষু কদাচন।

মা কর্ম্মফলহেতুভূর্ম্মা তে সঙ্গোহস্তকর্ম্মণি।' ১

(কর্তব্য কর্মে তোমার অধিকার কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। তুমি ফলের আসক্তি ত্যাগ কর, কিন্তু কর্তব্যকর্ম ত্যাগ কর-ব না।)

হতোদ্যম মানুষের প্রতি সর্বকালীন এবং সার্বজনীন উদ্দীপক বাণী। নিস্কাম হয়ে কর্ম করা, শুধু ক-র্মর জন্য কর্ম করা বিষয়ক এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উপ-দশ।

বর্তমান -লখায় গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণীত কর্ম-যাগ আর স্বামী বি-বকান-ন্দর কর্ম-যাগ-এর একটি যৌথ আলোচনায় কর্ম সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তা তুলে ধরার একটি বিনম্র প্রয়াস।

-কন

কর্ম সম্প-র্ক প্রথম -য কথাটি উ-ঠ আ-স তা হল -কন কর্ম করব ?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন-ক বল-ছন (শুধুই কি অর্জুন-ক !)

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশ: কর্ম্ম সর্ব্ব: প্রকৃতিজৈগুণৈ: ।। ২

(জগতে কেউ কর্ম না করে ক্ষণমাত্রও থাকে না, প্রকৃতির গুণের দ্বারা বশীভূত হয়ে সক-লই কর্ম কর-ত বাধ্য।)

পার্থ-ক নি-জর সম্প-র্ক বল-ছন,

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
ননাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিত:।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা: পার্থ সর্ব্বশ:।।
উৎসী-দয়ুরি-ম -লাকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম -চদহম।

---

[16]বাণিজ্য বিভাগ, রঘুনাথপুর ক-লজ,

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।৩

(হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নেই, ত্রিভুবনে আমার না পাবারও কিছু নেই তবুও আমি কর্তব্যকর্ম ক-র যচ্ছি। আমি অনলস হ-য় কর্ম করছি। তা যদি না করতাম তবে মানুষ আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করত। আমি যদি কর্ম না করি তবে সকল লোকই বিনষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কারক হব। সকল লোক আমারই দোষে বিনষ্ট হবে।)

শ্রীকৃষ্ণ-এর এই কথাগুলির অনুরণণ জীবনের উষাকাল থেকে সুরে সুরে শুনে আসছি

‘ -তামর কর্ম তুমি কর মা

-লা-ক ব-ল করি আমি।‘৪

আর ঐ লোকের বলাতেই কর্মের জগতে আমিত্বের ঢক্কানিনাদ।

অথচ গীতায় পার্থর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি,

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়ামাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।৫

(জগতে সকল কর্ম প্রকৃতির গুণেই হয়ে থাকে। কিন্তু অহঙ্কার বশে বিমুঢ় জন নি-জ-কই কর্তা ব-ল ম-ন ক-রন।)

কর্ম সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গার জন্য এই বাণীটি একটি শ্বাশ্বত দিক নির্ণায়ক।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী গুলিও পথ নির্দেশক।

‘চকমকি পাথরে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে, মনের মধ্যেই সেইরুপ জ্ঞান রহিয়াছে; উদ্দীপক কারণটি -যন ঘর্ষণ-জ্ঞানাগ্নিকে প্রকাশ করিয়া -দয়। আমা-দর সকল ভাব ও কার্য সম্ব-ন্ধও -সইরুপ; যদি আমরা ধীরভা-ব আমা-দর অন্ত:করণ অধ্যয়ন করি, ত-ব -দখিব, আমা-দর হাসি-কান্না, সুখ-দু:খ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি-সবই আমা-দর ম-নর উপর বহির্জগ-তর বিভিন্ন আঘা-তর দ্বারা আমা-দর ভিতর হই-তই উৎপন্ন।

উহাদের ফলেই আমাদের চরিত্র গঠিত, এই আঘাত সমষ্টি -কই ব-ল কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাই কর্ম; কম্র অবশ্য এখানে উহার ব্যাপকতম অ-র্থ ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্বদাই কর্ম করি-তছি।৬

আবার যে বাণীর পরশে উজ্জীবিত অর্জুন ধর্ম যু-দ্ধর প্রধান -সনানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ-লন -সই কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন। প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলিও প্রণিধান -যাগ্য।

‘ কর্ম করা অথচ ফ-লকাঙ্ক্ষা না করা, -লাক-ক সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হই-ত কোনপ্রকার কৃতঙ্গতার প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অতচ উহাতে নাম-যশ হইল বা না হইল, আ-বিষ-য় এ-কবা-র দৃষ্টি না -দওয়া-এইটিই আ জগ-ত সর্বা-পক্ষা কঠিন ব্যাপার।‘৭

এই সব বিশ্বব-রণ্য বাণীর সংক্ষিপ্ত উ-ল্লখ সা-প-ক্ষ বলা যায় -কন কর্ম করব এর সহজ উত্তর হল কর্ম না করে আমাদের কোন উপায় নেই।সৎসারে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রকৃতি আমা-দর দি-য় নিরন্তর কর্ম করি-য় নি-য় চ-ল-ছ।

কি কি কর্ম করা উচিত

কেন কর্ম করব এর উত্তর যে প্রশ্নের সৃষ্টি করে তা হল কি কি কর্ম করা উচিত?

গীতায় ভগবান বল–ছন

‘ নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যা-য়া হ্যকর্ম্মণ:।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ:।।৮

(তুমি শাস্তবিধিসম্মত কর্মসমূহ নিয়তই কর-ত থাক, কর্ম না করার -থ-ক কর্ম করা -শ্রষ্ঠ। আর যদি কর্ম না কর। ত-ব -তামার জীবন নির্বাহও হ-ব না)

এর মুল অর্থস্বরুপ বলা যায় জীবন নির্বাহ করার জন্য যা যা কর্ম করা প্র-য়াজন -সই সব কর্মই কর উচিত।

আ-রা বল-লন

‘ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্ম বন্ধন:।

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচর।।৯

(ঈশ্বর প্রীতির জন্য যজ্ঞ-এর উদ্দেশ্যে কর্ম না করলে, কর্ম বন্ধনকারক হয়। অতএব হে কুন্তী নন্দন, তুমি আসক্তি ত্যাগপূর্বক ঈশ্বর প্রীতির জন্য যজ্ঞীয় কর্ম কর।)

শ্রীকৃষ্ণ শাস্তবিধিসম্মত কর্ম এবং যজ্ঞীয় কর্ম-এর -কান সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা -দননি। এই ব্যাখ্যা আমর পাই স্বামীজীর -লখায়।

কর্ম-যা-গ স্বামীজী মহানির্বাণ ত-ন্ত্রর বিভিন্ন অং-শর উ-ল্ল্যখ ক-র এই ব্যাপা-র এক চিরন্তন দিকনি-র্দশ দি-লন।

সাধারণ এবং সামাজিক কর্ম

একজন মানু-ষর সাধারণ এবং সামাজিক কর্ম কি কি হওয়া উচিত তার সংক্ষিপ্ত নি-র্দশনা-

‘ব্রম্তনিষ্ঠো গৃহস্থ: স্যাৎ ব্রম্তজ্ঞানপরায়ণ:।

যদযৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ ব্রম্তণি সমর্প-য়ৎ।। ১০

(গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। ব্রম্তজ্ঞান লাভই যেন তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহা-ক সর্বদা কর্ম করি-ত হই-ব, তাঁহার সমুদয় কর্তব্য সাধন করি-ত হই-ব এবং তিনি যাহাই করি-বন, তাহাই তাঁহা-ক ব্রম্ত-এ সমর্পণ করি-ত হই-ব।)।

‘ ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচ-রৎ।

-দবতাতিথিপূজাসু গৃহ-স্থা নির-তা ভ-বৎ।। ১১

(গৃহস্থ -এর প্রধান কর্ম জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহা-ক বি-শষ লক্ষ্য রাখি-ত হই-ব, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া -যন উহা সংগ্রহ না ক-রন। আর তাঁহা-ক স্মরণ রাখি-ত হই-ব, তাঁহার জীবন ঈশ্বর -সবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ-দর -সবার জন্য।)

‘শূর: শত্রৌ বিনীত: স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ। ১২(গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবে)

‘ জুগুপ্সিতান ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিন:।। ১৩

(নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবে না এবং সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণের অবমাননা করি-ব না।}

পিতা-মাতার জন্য করণীয়

যা-দর জন্য আমা-দর মনুষ্যজন্ম তাদের জন্য আমাদের করণীয় কর্ম অতিব গুরুত্বপূর্ণ-

মাতরং পেতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যঙদেবতাম।

মত্বা গৃহী নি-ষ-বত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ।। ১৪

(মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করি-বন।)

পত্নী জন্য করণীয়

বিবাহিত পুরু-ষর সবসম-য়র সব-চ-য় নির্ভর -যাগ্য আশ্রয় তার পত্নী। -স সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর সর্ব অবস্থার মর্মসঙ্গী হবার শপথ নিয়ে তা অক্ষরে অক্ষরে পারল করে (এখানে ব্যতিক্রমী পত্নীরা ব্রাত্য)। তাদের প্রতি করণীয় কর্ম গুরুত্বের দিক দিয়ে অগ্রণী।

ধ-নন বাসসা -প্রশ্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।

সততং তোষয়াদ্দারান নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ.।। ১৫

(ধন, বস্ত্র,-প্রম, শ্রদ্ধা,বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদা পত্নীর স-ন্তাষ বিধান করি-বন, কখনও তাঁহার -কানরুপ অপ্রিয় আচরণ করি-বন না।)

ন ত্য-জৎ -ঘারক-ষ্টহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।। ১৬

(পত্নী সাধ্বী ও পতিব্রতা হ-ল -ঘার ক-ষ্ট পতিত হই-লও তাঁহা-ক ত্যাগ করি-ব না।)

পুত্র-কন্যার প্রতি করণীয়

আত্ম-জর প্রতি -স্ন-হর ভান্ডার মজুত সক-লর হৃদ-য়র অন্তঃপু-র। ত-ব শুধু -স্নহ, বি-শষ ক-র অন্ধ -স্নহ আত্ম-জর উপকা-রর -থ-ক অপকার ক-র -বশি। মহাভার-ত ধৃতরা-স্ট্রর সন্তান -স্নহ এর এক চিরন্তন উদাহরণ।

চতুরর্বষাবধি সুতান লাল-য়ৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ।।
বিংশত্যব্দাধিকান পুত্রান প্রেষয়েদ গৃহকর্মসু।
ততস্তাংস্তুলভা-বন মত্বা -স্নহং প্রদর্শ-য়ৎ।।
কন্যা-প্যবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষত্নতঃ।

-দয়া বরায় বিদু-ষ ধনরত্নসমন্বিতা।। ১৭

(পুত্র-কন্যার প্রতি করণীয়গুলি প্রণিধানযোগ্য। চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করি-ব, প-র -ষাড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত নানাবিধ সদগুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবে। বিংশতি বর্ষ বয়স হই-ল তাহাদিগ-ক গৃহক-র্ম -প্রণ করি-ব, তারপর আত্মতুল্য বি-বচনা করিয়া তাহা-দর প্রতি -স্নহ প্রদর্শন করি-ব। এইরু-প কন্যা-কও পালন করি-ত হই-ব, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দি-ত হই-ব এবং ধনর-ত্নর সহিত বিদ্বান বর-ক সম্প্রদান করি-ত হই-ব।)

অন্যান্য আত্মীয়-দর প্রতি করণীয়

পিতা-মাতা, পত্নী ও পুত্র-কন্যা ছাড়াও সমাজিক জীব মানু-ষর অন্যান্য আত্মীয়-দর প্রতি করণীয় কর্মসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।

জ্ঞাতীর্ন মিমিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পলয়েত্তোষয়েদ গৃহী।। ১৮

(গৃহী ব্যক্তি ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় বন্ধু ও ভৃত্য গণ-ক প্রতিপালন এবং তাহা-দর স-ন্তোষ বিধান করি-বন।)

মনু-ষর কর্মসম্প-র্ক স্বামীজীর এই অনন্য দিকর্নি-দশ সুস্থ,, অসুয়াশূন্য, নির্মল ও উন্নয়নকামী সমাজ গঠ-নর শ্বাশ্বত হাতিয়ার।

-কমন ভা-ব কর্ম করা উচিত?

-কন কর্ম করব, কিকি কর্ম করব এই দুই বিষয় সম্প-র্ক ম-নর ম-ধ্য একটা ছবি তৈরি হবার পর -য প্রশ্নটা স্বাভাবিক নিয়-ম চ-ল আ-স তা হল -কমন ভা-ব কর্ম কর-ত হ-ব বা করা উচিত।

তাঁর কর্মযোগে স্বামীজী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছন নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গীমায়। সেগুলির থেকে নির্যাস হিসাবে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা যাক।

'অনাসক্ত হও , সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলি কর্ম করুক। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না করিতে পারে। '১৯

' এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে ক্রীতদাসের মতো নয়।' ২০

'যদি ক্রীতদাসের মতো কাজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, তাহা হইলে প্রভুর ভাবে কাজ করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থা-ক। ২১

স্বামীজীর বক্তব্য গীতার কথনের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। গীতায় ভগবান বলছেন,

' তস্মাদসক্ত: সততং কার্য্যং সমাচার।

অসক্তো হ্যচরণ কর্ম্ম পরমপ্নোতি পূরুষঃ।।: ২২

(অতএব তুমি সর্বদা আসক্তিশূন্য হয়ে করণীয় কর্ম কর, ফলাসক্তিহীন ব্যক্তি মুক্তি লাভ ক-রন।)

'যস্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জ্জুন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৌঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।। ২৩

(যিনি মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে মুক্ত করে ফলাভিসন্ধি ত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র ক-র্মন্দ্রিয় দ্বারা বিহিত কর্ম ক-রন তিনিই -শ্রষ্ঠ।)

কা-য়ন মনসা বুদ্ধ্যা -কব-লৌরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে।। ২৪

(কর্মযোগী চিত্তশুদ্ধির জন্য আসক্তিরহিত হয়ে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা কর্ম ক-রন।)

গীতার কর্মযোগে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য আর কর্মযোগে স্বামীজীর বক্তব্যের এই আশ্চর্য মিল আমারদের উপলবদ্ধি করায় যে কিভাবে কর্ম করব তা বলতে মূলত নিরাসক্ত হয়ে কর্ম করা-কই বুঝায়।

উপসংহার

এক আতঙ্কিত বর্তমা-নর ম-ধ্য দি-য় অনিশ্চিত ভবিষ্য-তর দি-ক এগি-য় চ-ল-ছ আজ-কর প্রজন্ম।ব্রস্তনিষ্ঠ গৃহস্থ আজ নি-জর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পারিবারিক কাঠা-মার বাই-র তাকা-নার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম-এর -দ-শ বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেহপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা- -য -দ-শর শাস্ত্রকথা -সই -দ-শর বিবাহ বি-চ্ছ-দর হার ২০১৪ সা-ল প্রতি ১০০০ দম্পতি পিছু ১৩। যদিও তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ১০০০ দম্পতি পিছু ৫০০-র তুলনায় নগন্য। তবুও লক্ষণীয় বিষয় হল এই সংখ্যাটি ২০০৯-এ ছিল প্রতি ১০০০ দম্পতি পিছু ১ জন মাত্র। সন্তান লালন পালন সম্প-র্ক কর্ম-যা-গ স্বামীজী মহানির্বাণ ত-ন্ত্রর কথা উ-ল্লখ ক-র ব-ল-ছন-'ততঃ ষোড়শপর্যন্তং গুণান বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ'। অথচ ঐ বয়সে পৌঁছানোর অনেক আ-গই পিতা তা-দর হা-ত অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন উপকরণ তু-ল দি-য় এক কালক্ষয়ী, অনুৎপাদনশীল, আপরাধপ্রবণ, উদ্দেশ্যহীন দুনিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন (শুভ উদ্দেশে ব্যবহারকারীরা ব্যতিক্রম)। এবংক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি-র -দ-শ 'তুমি আর আমি আর আমা-দর সন্তান'-এর পরিমন্ড-ল ভাই--বান এবং আন্যান্য আত্মীয় স্বজন অ-নকদিন আ-গই ব্রাত্য হ-য় -গ-ছ।

তাই আজ সময় হ-য়-ছ দুই কর্ম-যা-গর -মলবন্ধ-ন সমা-জ কর্মবিষয়ক পরিবর্তন ও পরিমার্জ-নর। আমা-দর মূল মন্ত্র -হাক ,

'যিনি সকল কাজের কাজী মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী।

যার নানা রঙের রঙ্গ মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী।। ২৫

ক-র্মর জগ-ত যুগ যুগ ধ-র চ-ল আসা দিক নি-র্দশ -ম-ন চলার জন্য বর্তমান প্রজন্ম-ক উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি আমাদের আচরণগত ত্রুটি সংশোধন করে তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার বড় প্র-য়াজন আজ। সকল কর্মযোগের প্রযোজ্য দিক নির্দেশগুলি মেনে আমরা সক-ল -যন দিনা-ন্ত বল-ত পারি-

' সদা থা-কা আন-ন্দ, সংসা-র নির্ভ-য় নির্মলপ্রা-ণ।।

জা-গা প্রা-ত আন-ন্দ, ক-রা কর্ম আন-ন্দ,

সন্ধ্যায় গৃ-হ চ-লা -হ আনন্দগা-ন।।' ২৬

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীমদভগবত গীতা-২য় অধ্যায় ৪৭ তম -শ্লাক।
২। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ৫ম -শ্লাক।
৩। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ২২,২৩ ও ২৪তম -শ্লাক।
৪। প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত।
৫। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ২৭ তম -শ্লাক।
৬। স্বামী বি-বকানন্দ : স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৮
৭। স্বামী বি-বকানন্দ : স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
৮। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ৮ম -শ্লাক।
৯। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ৯ম -শ্লাক।

১০। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
১১। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
১২। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২
১৩। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২
১৪। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
১৫। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
১৬। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০
১৭। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
১৮। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
১৯। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬২
২০। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৩
২১। স্বামী বি-বকানন্দ :স্বামী বি-বকানন্দ-এর বাণী ও রচনা-প্রকাশক-উ-দ্বাধন কার্যালয়-কলিকাতা পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৫
২২। শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ১৯ তম -শ্লাক।
২৩।শ্রীমদভগবত গীতা-৩য় অধ্যায় ৭ম -শ্লাক।
২৪। শ্রীমদভগবত গীতা-৫ম অধ্যায় ১১তম -শ্লাক।
২৫। গীতবিতান-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৮১ তম গান ।
২৬। গীতবিতান-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৩২৩ তম গান ।